14

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... FEB. 1 1 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ২ ......

প্রশাসন সংস্কার কমিশনের ১৬টি সুপারিশ ঃ একটিও বাস্তবায়ন হয়নি

॥ প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ॥

প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা এ ধরনের কাজ করার জন্য সরকারের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট ও সামগ্রিক কোন দায়িত্ব তাদের না থাকায় জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার), প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা উইং নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির মধ্যে অনেকগুলোই প্রশাসনিক সংস্কার বা এই একই ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এ পর্যন্ত ১৬টি সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এর একটি সুপারিশও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

বেসরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করার কথা। কমিশনের মেয়াদকালে কোন সুপারিশ যদি প্রধানমন্ত্রী সরাসরি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তবে তিনি তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে সরাসরি নির্দেশ দেবেন বলে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশে প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশে আরো বলা হয় ঃ বাকি সুপারিশগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে নিকারের কাছে পেশ করা হবে। নিকার সেগুলোর উপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে। যদি কোন সুপারিশ মন্ত্রিসভার পূর্ণ বৈঠকে আলোচিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার আছে বলে বিবেচিত হয়, তবে তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রচলিত পদ্ধতির আওতায় নিকার ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবে। সংস্কার বিষয়ক যেসব সুপারিশ প্রধানমন্ত্রী সরাসরি গ্রহণ করে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেবেন, সেগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নিয়মিতভাবে মনিটরিং করতে পারে। নিকার ও মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে অনুমোদিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি বর্তমান পদ্ধতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিতভাবে মনিটরিং করতে পারে বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়।

কমিশন নিকার বা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' নামকরণ করার সুপারিশ করেছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারা প্রস্তাবিত প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যপরিধিতে যোগ করারও প্রস্তাব করেছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) ঃ কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এ কমিটিতে ১০ জন

সুপারিশ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

সুপারিশ ঃ বাস্তবায়ন হয়নি

। ১ম পৃষ্ঠার পর ।

মন্ত্রী ও ১২ জন সচিব রয়েছেন। এর কার্যপরিধি মূলত জেলা ও থানার প্রশাসনিক সমস্যা ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত। প্রশাসনিক সংস্কারের বিশেষ দিক অর্থাৎ মাঠ প্রশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে অনুমোদিত সিদ্ধান্তগুলোর যথোচিত বাস্তবায়নই এ কমিটির উদ্দেশ্য।

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ঃ এটি সচিব পর্যায়ের একটি কমিটি। এর কার্যপরিধি মূলত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত। তবে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের পুনর্গঠন, সংস্কার কর্মসূচিসহ কিছু কিছু বিষয়ও এর আওতাধীন হতে পারে।

সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা উইং ঃ বর্তমানে এ উইং অর্পিত দায়িত্বের একটি মাত্র অংশ অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় সংক্রান্ত কাজ করছে। নুরুন্নবী চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি একে উন্নত ও পুনর্গঠন করে একটি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৯৯৫ সালের ২৫শে মে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি দক্ষতা ইউনিট ও ৬টি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটিতে ১টি করে দক্ষতা সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের কার্যপরিধি নির্ধারণও করে। তাতে মূলত মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য দক্ষতা সূচক ও পরিমাপক নির্ধারণ এবং নির্ধারিত সূচক ও পরিমাপকের আলোকে মন্ত্রণালয় বা সংস্থাগুলো কর্তৃক সম্পাদিত কাজগুলো পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে; কিন্তু দক্ষতা ইউনিট বা দক্ষতা সেল স্থাপনের কোন উদ্যোগ সরকার নেয়নি। সরকারি আদেশ জারি হওয়ার পর ইতোমধ্যে প্রায় তিন বছর পার হয়ে গেছে।

বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬ সালে 'গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস-রিফর্মিং দি পাবলিক সেক্টর' শীর্ষক সুপারিশ প্রণয়ন করে। তাতে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম একটি স্থায়ী কমিশনের ধারণা উত্থাপন এবং প্রস্তাবিত দক্ষতা ইউনিটকে তার সচিবালয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। জনপ্রশাসন সংস্কার কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। কিন্তু জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের স্থিতিকাল নির্দিষ্ট। এ অবস্থায় যদি সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে কমিশনের স্থিতিকালে এক ধরনের ব্যবস্থা এবং পরে অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে প্রতীয়মান হয়।